কালের কণ্ঠ

তারিখ 28 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

আরো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়!

কেবল সংখ্যা না বাড়িয়ে মান নিশ্চিত করুন

দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১২২টি। এর মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৩। হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগও উঠেছে। পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, মানসম্মত ক্লাসরুম নেই, লাইব্রেরি নেই, জার্নাল নেই, গবেষণার কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই, ভাড়া করা বাড়ির ছোট ছোট কক্ষকে ক্লাসরুম বানিয়ে চলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আবার অনুমোদন ছাড়াই একাধিক ক্যাম্পাস চালিয়ে যাচ্ছে বলে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়। এগুলোতে ক্লাস-শিক্ষা কিছুই নিয়মিত নয়। অথচ মেয়াদ শেষে ছাত্রদের হাতে একটি করে সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া হয় প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। শিক্ষার চেয়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসাটাই প্রাধান্য পেয়েছে। লাভের পরিমাণের দিক থেকেও এই ব্যবসা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাই আরো ১০৮টি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আবেদন করা হয়েছে এবং অনুমোদন পাওয়ার জন্য রীতিমতো দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন রাজনৈতিক দলের বা অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী, ব্যবসায়ী এবং কিছু এনজিও কর্তা। আগেও মূলত তাঁরাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমোদন পেয়েছেন। এভাবে শয়ে শয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিলেই কি বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষায় দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে? নাকি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা বিশ্বপরিসরে কেবল নিন্দিত ও স্বীকৃতিহীনই হতে থাকবে?

উচ্চশিক্ষার প্রধানতম অঙ্গ গবেষণা। সেই গবেষণা ছাড়া, উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী ছাড়া, পর্যাপ্ত রেফারেন্স, লাইব্রেরি, উপকরণ ছাড়া উচ্চশিক্ষার কথা উন্নত কোনো দেশে কল্পনাই করা যায় না। অথচ এসবের কোনো কিছুই নিশ্চিত না করে অতীতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষার কী ক্ষতি করা হয়েছে, তা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। টিআইবির এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রক্রিয়ায় তিন কোটি টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হয়। প্রতিবেদনের আংশিকও যদি সত্য হয়, তাহলেও এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর হতে পারে না। কারণ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর শত শত শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের অপমৃত্যু ঘটাবে। তাই নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিতে হলে দলনিরপেক্ষ ও সজ্জন শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে তা করাটাই শ্রেয় হবে। গত সপ্তাহে শিক্ষাসচিব দুটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন, একটি স্কুলে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা, এগুলোতে সেটুকু সুযোগ-সুবিধাও নেই। অথচ খোদ রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় দুটি এই 'শিক্ষা ব্যবসা' চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা মনে করি, মানহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আর বৃদ্ধি করা কোনোমতেই উচিত হবে না। তাই পর্যাপ্ত বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া ঠিক হবে না। অন্যদিকে শিক্ষার মান এবং অনুমোদনের শর্ত পূরণ করে না, এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের অনুমোদন বাতিল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ধরনের আপস কাম্য নয়।